ঢাবিতে আন্ত:বিভাগ বিতর্ক উৎসব

ঢাবি প্রতিনিধি।

প্রকাশ : ১০ জুলাই ২০২৫, ২০:২৬

বিতর্ক উৎসবে অতিথীবৃন্দ। ছবি: ক্যাম্পাস রিপোর্ট

'জুলাই অভ্যুত্থান: তারুণ্যের কণ্ঠস্বর' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্ত:বিভাগ বিতর্ক উৎসব' আজ (১০ জুলাই ২০২৫) বৃহস্পতিবার উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আজ বিকেলে আর.সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি'র (ডিইউডিএস) সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দু'দিনব্যাপী এই উৎসব আয়োজন করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ডিইউডিএস-এর চিফ মডারেটর অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা ও মডারেটর অধ্যাপক আমিরুস সালাত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি'র সভাপতি জুবায়ের হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রাগীব আনজুম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার অন্যতম একটি মাধ্যম হলো বিতর্ক। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা এই বিতর্ক চর্চা অব্যাহত রেখেছি। তিনি বলেন, অনেক মানুষের অবদানের বিনিময়ে জুলাই অভ্যুত্থান সফল হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা আজকের এই স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুযোগ পেয়েছি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে বিতর্ক উৎসব আয়োজন করায় তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবের চেতনা ধারণ এবং ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানকে স্মরণীয় করে রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই বিতর্ক উৎসব আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবের মূল পর্ব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ ও ১২ জুলাই। সংসদীয় পদ্ধতিতে এই উৎসবের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ৫৪টি দল অংশ নিচ্ছে।

The Dhaka Tribune

Ducsu election schedule to be announced next week

DU Correspondent

Speakers address a meeting on Ducsu polls schedule in Dhaka yesterday

Discussions with all stakeholders on the Dhaka University Central Students' Union (Ducsu) election will be completed within the next week, according to Prof Dr Mohammad Zashim Uddin, the chief election commissioner of the polls, with the schedule announcement to follow.

Commission members said in a meeting with the Dhaka University Journalists' Association yesterday that they are not providing a specific deadline at this moment, but discussions with all stakeholders will end next week, and after that they will be able to announce the Ducsu election schedule.

The commission announced that to prevent various forms of misinformation, it will hold discussions with representatives of various Dhaka University-based groups.

Meanwhile, journalists suggested quickly taking measures by forming an IT cell to prevent misinformation.

The Ducsu election commission said it will also hold discussions with department-based class representatives (CRs).

Various active student organizations at the university have been demanding the inclusion of the 2018-19 session in the Ducsu election.

The commission clarified its position on this matter, saying that those who do not have student status cannot participate in the election as either candidates or voters.

Returning Officer Prof Dr Golam Rabbani of the Institute of Social Welfare and Research said: "We had welcomed this warmly, but it could later create legal complications."

He explained that if those without student status are given the opportunity to vote, anyone could file a writ petition in court against this decision. "This could lead to the election being suspended."

Rabbani said that they have consulted the university's legal adviser regarding legal matters.

The adviser, he said, informed them that "it would not be appropriate to go beyond the law."

However, those from this session who still have student status can participate in the election as candidates or voters, he added.

ইনকিলাব

ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের অছাত্ররা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

দীর্ঘ সাত বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন আয়োজনের তোড়জোড় শুরু হলেও ভোটার তালিকা এবং প্রার্থী হওয়ার প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়তে যাচ্ছেন ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের অছাত্ররা। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত শিক্ষাবর্ষের যেসব শিক্ষার্থীর মাস্টার্স শেষ তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র নিয়মিত ও রেজিস্ট্রার্ড শিক্ষার্থীরাই এই নির্বাচনে ভোটার হতে পারবেন। গতকাল দুপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময়

পৃঃ ১১ কঃ ৪

ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিতে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

সভায় এ তথ্য জানায় ডাকসু নির্বাচন আয়োজনে গঠিত কমিশন।

নির্বাচন কমিশনের রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রফেসর ড. গোলাম রব্বানী বলেন, এই সেশনকে নির্বাচনে সুযোগ দেয়ার বিষয়ে সব ছাত্রসংগঠন দাবি জানিয়েছিল। আমরাও এটিকে সাদরে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এর ফলে পরবর্তীতে আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে। যাদের ছাত্রত্ব নেই তাদেরকে যদি নির্বাচন করার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে এর বিরুদ্ধে যেকেউ আদালতে গিয়ে রিট করতে পারে। এতে করে নির্বাচন আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রফেসর গোলাম রব্বানী বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টার কাছে আইনি বিষয়ে জানতে চেয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, 'আইনের বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না।' সে অনুযায়ী আমরা এই সেশনকে রাখতে পারছি না। তবে এই সেশনের যাদের ছাত্রত্ব রয়েছে তারা নির্বাচনে প্রার্থী কিংবা ভোটার হতে পারবেন।

জনকণ্ঠ

ডাকসুতে ভোটার হতে পারবে না ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের অছাত্ররা

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ দীর্ঘ সাত বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন আয়োজনের তোড়জোড় শুরু হলেও ভোটার তালিকা এবং প্রার্থী হওয়ার প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়তে যাচ্ছেন ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের অছাত্ররা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধু নিয়মিত ও রেজিস্টার্ড শিক্ষার্থীরাই এই নির্বাচনে ভোটার হতে পারবেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানায় ডাকসু নির্বাচন আয়োজনে গঠিত কমিশন।

জনকণ্ঠ

ডাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না 'অছাত্ররা'

দিনকাল রিপোর্ট: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ২০১৮-১৯ সেশনকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় ছাত্র সংগঠনগুলো। তবে এবার এ বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানিয়েছে ডাকসু নির্বাচন কমিশন। যাদের ছাত্রত্ব নেই তারা প্রার্থী কিংবা ভোটার হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বলে জানানো হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানায় ডাকসু নির্বাচন কমিশন। রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী বলেন, এই সেশনকে (২০১৮-১৯) নির্বাচনে সুযোগ দেয়ার বিষয়ে সব ছাত্র সংগঠন দাবি জানিয়েছিল। আমরাও এটি সাদরে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এর ফলে পরে আইনি জটিলতা

পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ডাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে

প্রথম পাতার পর

তৈরি হতে পারে। তিনি বলেন, যাদের ছাত্রত্ব নেই তাদের যদি নির্বাচন করার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে এর বিরুদ্ধে যে কেউ আদালতে গিয়ে রিট করতে পারে। এতে নির্বাচন আটকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অধ্যাপক গোলাম রব্বানী বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টার কাছে আইনি বিষয়ে জানতে চেয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, 'আইনের বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না।' সে অনুযায়ী আমরা এই সেশনকে রাখতে পারছি না। তবে এই সেশনের যাদের ছাত্রত্ব রয়েছে তারা নির্বাচনে প্রার্থী কিংবা ভোটার হতে পারবেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

নতুন নিয়মে ডাকসু নির্বাচন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

বাদ অছাত্ররা, ভোটার তালিকায় থাকবে ছবি ও কিউআর কোড

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল মতিন চৌধুরী মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় নির্বাচন কমিশনের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ভোটার জালিয়াতিমুক্ত করতে এবার ভোটার তালিকায় থাকবে ছবি, বিস্তারিত তথ্যসহ কিউআর কোড। এ ছাড়া যাদের ছাত্রত্ব নেই, তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ফলে ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থীরা ভোটার বা প্রার্থী হতে পারবেন না।

এ ছাড়া ভোট কেন্দ্র হলের বাইরে স্থাপন, গুজব রোধে কমিটি গঠন, তফসিল ঘোষণার ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন এবং ভোটদানসংক্রান্ত টিউটোরিয়াল ভিডিও প্রকাশসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল রুমে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব তথ্য জানানো হয়।

২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থীরা ভোটার বা প্রার্থী হতে পারবেন না : ডাকসুর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সব শর্ত পূরণ করতে না পারায় ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থীরা এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এ বিষয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. গোলাম রাব্বানী বলেন, 'ছাত্র সংগঠনগুলোর দাবি ছিল এ সেশনকে অন্তর্ভুক্ত করার। আমরা সে দাবি বিবেচনায় নিয়েছিলাম। কিন্তু এতে আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে। যাদের ছাত্রত্ব নেই, তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে যে-কেউ আদালতে গিয়ে রিট করতে পারে। এর ফলে নির্বাচন স্থগিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে।'

ভোটার তালিকায় ছবি ও কিউআর কোড : নির্বাচন কমিশন জানায়, ভোট জালিয়াতি ও অন্যের ভোট দেওয়ার প্রচেষ্টা ঠেকাতে এবার প্রতিটি ভোটারের পাশে থাকবে ছবি ও কিউআর কোড। এ বিষয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. গোলাম রাব্বানী বলেন, 'আমাদের কাছে যে তালিকা আসবে, সেটিতে আপডেটেড ছবি যুক্ত করা হবে। পাশাপাশি থাকবে কিউআর কোড, যা স্ক্যান করলেই ভোটারের নাম, বিভাগ, সেশনসহ বিস্তারিত তথ্য চলে আসবে। এতে সহজেই ভোটারের পরিচয় যাচাই করা সম্ভব হবে।'

ভোট কেন্দ্র আবাসিক হলের বাইরে : ২০১৯ সালের অভিজ্ঞতার আলোকে এবারের নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। আবাসিক হলে থাকছে না ভোট কেন্দ্র। মাঠ, টিএসসি, সিনেট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের মতো নিরপেক্ষ জায়গায় ভোট গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বলেন, 'হলের বাইরে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। কারণ ২০১৯ সালের অভিজ্ঞতা ছিল তিক্ত। আমরা চাই না সে ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক। তবে শিক্ষার্থীদের যাতে বাড়তি ভোগান্তি না হয়, সেজন্য পর্যাপ্ত বুথ রাখা হবে।'

গুজব রোধে সচেষ্ট থাকবে নির্বাচন কমিশন : ডাকসু নির্বাচন ঘিরে সমাজমাধ্যমে সম্ভাব্য গুজব ছড়ানোর বিষয়টি আমলে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ করে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' নামে পরিচালিত বিভিন্ন পেজ ও শিক্ষার্থীদের পরিচালিত পেজ থেকে গুজব ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে বলে জানানো হয়। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এসব পেজের অ্যাডমিন ও মডারেটরদের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। এ ছাড়া গঠন করা হবে একটি 'মনিটরিং সেল', যা সমাজমাধ্যমে আচরণবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না তা নজরদারি করবে।